২৩-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে অতি ভাগ্যবান বাচ্চা কারণ তোমাদের সামনে স্বয়ং বাবা রয়েছেন, তিনি তোমাদের শোনাচ্ছেন"

প্রশ্ন:- ভক্তি মার্গের কোন্ সংস্কারটি এখন তোমাদের মধ্যে থাকতে পারবেনা? কেন ?

উত্তর :- ভক্তি মার্গে সব দেবী দেবতার কাছে গিয়েই আশীর্বাদ চাইবে । কারো কাছে ধন, কারো কাছে পুত্র সন্তান চাইবে। এইরকম চাইবার সংস্কার এখন তোমাদের মধ্যে থাকবেনা কারণ বাবা তোমাদের এই সঙ্গমে কামধেনু স্বরূপে পরিণত করেছেন। তোমরা হলে বাবার সমান সকলের মনস্কামনা পূরণ কারী । তোমরা নিজেরা কারো কাছে কিছু আশা করবেনা। তোমরা জানো যে ফল দাতা হলেন একমাত্র বাবা, যাঁকে স্মরণ করলে সর্ব প্রাপ্তি হয় তাই চাইবার সংস্কার শেষ হয়ে যায় ।

গান:- ওম নমঃ শিবায়.... ।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। এখন ভালো ভাবে বুঝে বোঝানোর জন্যে একটি গীতা শাস্ত্র-ই আছে। শাস্ত্র তো তৈরি করেছে মানুষ। কিন্তু রাজ যোগ মানুষ শেখায় না । বাবা বলেন আমি ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসী হারানিধি বাচ্চাদের রাজ যোগ শিখিয়েছিলাম। হারানিধি কথাটির অর্থ হল তোমরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে আবার মিলিত হয়েছ। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এসে মিলিত হয়েছিলে এবং তোমরা-ই এসে ব্রহ্মা মুখ বংশী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হয়েছিলে। বাবা ডাইরেক্ট বলেন। তারা গীতাপাঠী গণ এই কথা বলবেনা। বাবা সরাসরি বুঝিয়ে ছিলেন সেসবই ভক্তি মার্গে শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এখন ড্রামা পূর্ণ হয়েছে। আবার বাবা এসে বলছেন বাচ্চারা , কোন্ বাচ্চারা ? বলেন বিশেষ ভাবে তোমরা ও সাধারণ ভাবে পুরো দুনিয়াটা। তোমরা এখন সম্মুখে রয়েছ। তোমাদের বাবা বসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এই রাজ যোগ তোমাদের আর কেউ শেখাতে পারেনা। বাবা নিজেই প্রথমে যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন, এখন শেখাচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা পুনরায় রাজার রাজা হও অন্য কেউ স্বর্গের মালিক করতে পারেনা। আমি তোমাদের পিতা এসে পুনরায় তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। আচ্ছা এবারে বাবা তোমাদের বৃক্ষের সম্বন্ধে বোঝাচ্ছেন। এই কথাটি বোঝানো ও খুব জরুরি। একেই কল্প বৃক্ষ বলা হয়। বাবা বলেন এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ টি হল কল্প বৃক্ষ। তারা গীতাপাঠীরা বলবে ভগবান এইরকম বলেছেন আর তোমরা বলবে ভগবান বলছেন। এই হল মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ বা ঝাড়। এই বৃক্ষে কোনো ফল ফুল আম ইত্যাদি ফলেনা। ওই ফল ফুলের বৃক্ষে বীজ নীচে ঝাড় উপরে থাকে। এই বৃক্ষের বীজ উপরে ঝাড় নীচে থাকে। বলেও ঈশ্বর আমাদের রচনা করেছেন অর্থাৎ বাবা বাচ্চাদের জন্ম দিয়েছেন। বাবা ধন সম্পদ দিয়েছেন। বাবা আপনি আমাদের সব দুঃখ মিটিয়ে দিন। বাবা , বাবা করতেই থাকে। কত খানি অশান্তি থাকে। লক্ষ্মী নারায়ণের সম্মুখে যায়। ওঁনার কাছে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখে , মহা লক্ষ্মী আমাদের ধন প্রদান করুন। এই সব হল চাইবার সংস্কার । জগৎ অম্বার কাছে কেউ পুত্র সন্তান চায় , কেউ নিজেকে রোগ মুক্ত করতে চায়। লক্ষ্মীর সম্মুখে এমন আশা করবেনা , ওঁনার কাছে কেবল ধন প্রাপ্তির আশা করে। এইসব তো তোমরা জানো -- যিনি জগৎ অম্বা তিনি লক্ষ্মী , ৮৪ জন্মের পরিক্রমা করে জগৎ অম্বা স্বরূপে পরিণত হয়। দেখো বৃক্ষে জগৎ অম্বা বিরাজিত আছেন। ইনি মহারানী হবেন নিশ্চয়ই , বাচ্চারা তোমরাও আসবে রাজধানীতে। তোমরা কল্প বৃক্ষের তলায়

বসে আছ। সঙ্গমে ফাউন্ডেশন তৈরি করছ। তোমরা হলে কামধেনুর সন্তান, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তোমরা হলে ভারত মাতা শক্তি সেনা , তাতে পান্ডবরাও আছে। বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে যে স্মরণ একমাত্র বাবাকেই করতে হবে। দাতা হলেন একমাত্র বাবা। ভালাই তোমরা কারো ভক্তি করো , কাউকেও স্মরণ করো কিন্তু তবুও ফল প্রদান করেন একমাত্র দাতা । উনি-ই সবকিছু প্রদান করেন। ভক্তি মার্গে তোমরা নারায়ণের , কৃষ্ণের পূজা অর্চনা কর কৃষ্ণকে ঝুলায় দোলাও , ভালোবাস। ওঁনার কাছে তোমার কি চাও। তোমরা চাও আমরা ওঁনার রাজধানীতে যেন যেতে পারি অথবা কৃষ্ণের মতন যেন সন্তান প্রাপ্ত করি। গায়ন আছে ভজ রাধে গোবিন্দ চলো বৃন্দাবন। বৈকুন্ঠে যেখানে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত ছিল। সেই সময়ে কোনও কিছুই অপ্রাপ্ত থাকেনা। কৃষ্ণের রাজ্য কে স্মরণ তো অনেক করে। ভারতে যখন কৃষ্ণের রাজ্য ছিল তখন অন্য কোনো রাজ্য ছিল না। এখন বাবা এসেছেন বলছেন চলো কৃষ্ণপুরীতে , সেখানে গিয়ে কৃষ্ণের স্ত্রী হও বা রাধের স্বামী হও । একই কথা । সেখানে বিষ পাবেনা। সেই টি হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এখন তোমরা হলে স্টুডেন্ট , পড়া করছ নয় থেকে নারায়ণ , বেগর থেকে প্রিন্স হওয়ার জন্য। এখানে যতই কেউ কোটিপতি থাকুক , ৫০ কোটি রয়েছে কিন্তু তোমাদের প্রাপ্তির কাছে তারা হল দরিদ্র কারণ তাদের ধন সম্পদ সব মাটিতে মিশে যাবে। কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেনা। রিক্ত হাতেই ফিরতে হবে। তোমরা তো হাত ভরে নিয়ে যাও ২১ জন্মের জন্যে। এখন তোমরা রাজ যোগ শিখছ। তারপর সত্যযুগে এসে রাজত্ব করবে। তোমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে বর্ণে এসেছ। সত্যযুগে হল ১৬ কলা, ত্রেতায় হল ১৪ কলা। তারপরে ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয় তখন ইব্রাহিম , বুদ্ধ আসেন। ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন সম্পূর্ণ বৃক্ষটি জর্জরিত অবস্থায় পৌঁছেছে। এখন তোমরা কল্প বৃক্ষের তলায় সঙ্গমে বসে আছ , একেই বলা হয় কল্পের সঙ্গম অথবা কলিযুগ ও সত্যযুগের সঙ্গম। সত্যযুগের পরে ত্রেতা, তারপর ত্রেতার পরে দ্বাপর ও কলিযুগের সঙ্গম। কলিযুগের পরে সত্যযুগ নিশ্চয়ই আসবে। মধ্যিখানে সঙ্গম অবশ্যই চাই। কল্পের সঙ্গমযুগে বাবা আসেন। তারা কল্প অক্ষর না লিখে শুধু যুগে যুগে লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন আমি নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর । ভারতেই শিব জয়ন্তীর গায়ন আছে। কৃষ্ণ তো জ্ঞান দিতে পারেননা। ঘোড়া গাড়ির ছবিতে কেবল কৃষ্ণের ছবি দেখানো হয়েছে কিন্তু কৃষ্ণ আসবেন কবে ? দ্বাপরে আসবেন কিভাবে । তোমরা তো বল স্বর্গে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হবে। বাবা বলেন ভক্তিতে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার আমি তোমাদের করাই। কৃষ্ণ জয়ন্তীতে খুব প্রেম সহকারে ওনাকে দোলনায় দোলানো হয়। পূজা অর্চনা করা হয়। তারা যেন সত্যিকারে কৃষ্ণ দর্শন করে। সাক্ষাৎকার হবে , কৃষ্ণের চিত্র থাকলে সেই চিত্রটিকে আলিঙ্গন করবে। ভক্তি মার্গে আমি-ই সাহায্য করি। আমি দাতা। লক্ষ্মী দেবীর পূজো অর্চনা করে , এবারে সে তো হল পাথরের মূর্তি। মূর্তি কি দেবে ? আমাকেই দান করতে হয়। সাক্ষাৎকারও আমি করাই। এইসব ড্রামায় ধার্য রয়েছে। যেমন বলা হয় পরম পিতা পরমাত্মার আদেশ অনুযায়ী প্রতিটি পাতা হয় গতিশীল কারণ তারা ভাবে পাতায় পাতায় পরমাত্মার বাস। তাহলে কি পরমাত্মা বসে প্রতিটি পাতাকে আদেশ করবেন নাকি ! এতো ড্রামায় ধার্য রয়েছে। এখন তোমরা যেমন এক্ট করছ , কল্প পরেও তোমরা এমন এক্ট-ই করবে। যা কিছু শুটিং হয়ে যাচ্ছে সেসব হুবহু চলবে। তাতে কিছু তফাৎ হবেনা। ড্রামাকেও ভালো ভাবে বুঝতে হবে। বাবা বোঝান বেহদের সুখ কল্প কল্প ভারত-ই প্রাপ্ত করে। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ হয় তারা বর্ণে জন্ম নেয়। ৮৪ জন্ম নেয়। আর অন্যদের জন্ম নম্বর অনুসারে কমতে থাকে। কত ছোট খাটো মঠ পন্থ রয়েছে। যদিও তাদের মহিমা আছে কারণ পবিত্র কিনা। স্বর্গের রচয়িতা হলেন বাবা , অন্য কোনো মানুষ কি আর স্বর্গ রচনা করতে পারবে। তাহলে কেউ রাজ যোগের শিক্ষাও প্রদান করবে ?

এখন তোমরা কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্যে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করছ। পুরুষার্থ সর্বদা উঁচু মানের করাই উচিত। তোমরা বলো কৃষ্ণ সম সন্তান হোক , কৃষ্ণ সম স্বামী হোক। কৃষ্ণ কালান্তরে নারায়ণ রূপে পরিণত হন তাহলে কৃষ্ণ সম কেন বলা হয় ! তোমাদের তো বলা উচিত নারায়ণ সম স্বামী হোক। নারদও বলেন যেন লক্ষ্মীকে বরণ করি। রাধের জন্যে বলা হয়না। বাবা বোঝাচ্ছেন তোমাদের কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে তাই পুরুষার্থ করো , ঐ হল কৃষ্ণের দৈবী কুল। কংসের হল অসুরী কুল। তোমরা এখন রয়েছ সঙ্গমে। শুদ্র সম্প্রদায়কে তো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বলা যাবেনা।যে ব্রাহ্মণ হবেনা সে তাহলে হল শুদ্র বর্ণের। ভারতেরই কথা রয়েছে। ভারত-ই স্বর্গে পরিণত হয় তারপর ভারত-ই নরকে রূপান্তরিত হয়। লক্ষ্মী নারায়ণকেও ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে রজ তম তে আসতেই হবে। যখন তাঁরাও চক্রে আসেন তাহলে বুদ্ধ ইত্যাদি নির্বাণধামে যাবেন কিভাবে । কেউ বলে কৃষ্ণ হলেন সর্বব্যাপী , যেদিকে দেখ কৃষ্ণ -ই কৃষ্ণ।রামের ভক্ত বলবে রাম হলেন সর্বব্যাপী। তারা কৃষ্ণকে মানবেনা। বাবার কাছে এক রাধা-পন্থী এসে বলত রাধে ই রাধে ... রাধে সর্বত্র উপস্থিত । তোমাতে আমাতে রাধে ই রাধে । গণেশের পূজারী বলবে তোমাতে আমাতে সর্বত্রই গণেশ। ক্রিস্টিয়ানরা বলে ক্রাইস্ট হল গডের সন্তান। আরে ক্রাইস্ট সন্তান ছিল তাহলে তোমরা কাঁর সন্তান ? অনেক মত-মতান্তর রয়েছে। রাস্তা কেউই পায়না। শুধু মাথা নোয়াতে , এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। মুক্তি ও জীবনমুক্তি ভগবান-ই তো দেবেন তাইনা ! ওঁনার কাছে আমরা আর কি চাইব ! কেউ কিছু জানেই না। বাবাকে না জানবার কারণে অনাথ হয়েছে। তখন পিতা এসে সনাথ করেন। মানুষ কত ধাক্কা খায় , ভাবে ভক্তি দ্বারা ভগবানের প্রাপ্তি হবে। বাবা বলেন আমি আসি-ই নিজের নির্দিষ্ট সময়ে। মানুষ যতই আহবান করুক কিন্তু আমি আসি সঙ্গমে। একবার-ই ভারত কে স্বর্গে পরিণত করে সবাইকে শান্তিতে নিয়ে যাই। তারপর তারা নম্বর অনুযায়ী নিজের নিজের সময়ে আসে। যারা দেবী দেবতা ছিলেন সেসব আত্মারা বসে আছেন। পুনরায় নিজের রাজত্বের ভাগ্য অধিকার প্রাপ্ত করছেন। এখন তো দেবী দেবতা ধর্মটি নেই। সবাই নিজেকে হিন্দু নামে পরিচয় দেয়। ড্রামা অনুযায়ী এমন হবেই। যা কিছু হয়ে গেছে সেসব আবার রিপিট হবেই। আমরা আবার এমন করে চক্রে আসব , এতগুলি জন্ম গ্রহণ করব। হিসেব করো। প্রত্যেকটি ধর্মের আত্মারা কতগুলি জন্ম গ্রহণ করবে ? বৃক্ষটির সম্বন্ধে বোঝান খুবই সহজ। নিজে থেকেই মানুষের বুদ্ধিতে আসবে যে কারো প্রেরণা দ্বারা এই বিনাশ রূপী অগ্নি জ্বালা নির্মিত হচ্ছে। ইউরোপ বাসী যাদব গণ বোমা নির্মাণ করছে। তারাও বলছে আমাদের কেউ প্রেরিত করছে। তারা বলছে আমরা জানি এর দ্বারা আমরা নিজের কুলের বিনাশ করি। না চাইতেও এই মৃত্যুর সামগ্রী নির্মাণ করি। ধীরে ধীরে প্রভাব পড়বে। ধীরে ধীরে বৃক্ষের বৃদ্ধি হয় কিনা। কেউ কাঁটা থেকে কুঁড়ি , কেউ ফুলে পরিণত হয়। কোনো কোনো ফুলের ঝড় লাগলে তরতাজা ভাব শেষ হয়ে শুকিয়ে যায়। বাবা কল্পে কল্পে বলেছেন আশ্চর্য হয়ে শোনে , বলে , পলায়ন করে .... এখন বাবা আবার বলছেন , আমার কাছে আসে , ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয় , কথা বলে , তবুও ভালো ভালো বাচ্চাদের মায়া গ্রাস করে ভবিষ্যতে দেখবে কত ভালো বাচ্চারা শেষ হয়ে যায়।

যা কিছু পাস্ট হয়েছে সেসব এখন বর্তমানে বাবা বোঝাচ্ছেন। সেসব ভক্তি মার্গে গিয়ে শাস্ত্রে পরিণত হবে। এইরকম ড্রামা তৈরি আছে। এখন বাবা এসে ব্রহ্মা দ্বারা সকল বেদ শাস্ত্রের সার তত্ব বোঝাচ্ছেন। যেজন ধর্ম স্থাপন করে তাঁরই নামে শাস্ত্র তৈরি হয়। একেই ধর্ম শাস্ত্র বলা হয়। দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র হল একমাত্র গীতা। প্রত্যেক টি ধর্মের একটি শাস্ত্র হওয়া উচিত। শ্রীমৎ ভগবৎ

গীতা হল সঠিক। ভগবানুবাচ আছে। ভগবান আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছেন। এইটি হল সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম। প্রত্যেকটি ধর্মের নিজের নিজের শাস্ত্র আছে এবং অধ্যয়নও করা হয়। এখন তোমরা দেবতায় পরিণত হও কিন্তু তোমাদের শাস্ত্র পঠনের প্রয়োজন নেই , সেখানে শাস্ত্র হয়না। এইসব শেষ হয়ে যাবে তাহলে গীতা আসে কোথা থেকে ? দ্বাপরে বসে মানুষ তৈরি করেছে , যে গীতা এখন রয়েছে সেই গীতা খুঁজে বার করবে। যেমন কল্প পূর্বে তৈরি হয়েছে সেরকমই এইসব শাস্ত্র পুনরায় তৈরি হবে। ভক্তি মার্গের সামগ্রী তৈরি হতে থাকবে।

বাবা বোঝান হারানিধি বাচ্চারা আমি পিতা আমার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো ও শ্রেষ্ঠ হও। তোমরা এখন সঙ্গমযুগে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করছ , যখন কলিযুগ কে সত্য যুগে পরিণত করতে হয়। তারা কল্পের আয়ু লম্বা বলে সবাইকে ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। মানুষ তো কনফিউস রয়েছে, ড্রামা অনুযায়ী বাচ্চারা তোমাদের বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে হবে। বাবা অনেক যুক্তি বলেছেন শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, চার্ট রাখো। ভোজন তৈরির সময়েও স্মরণ করো। ভোজন তৈরি করার সময়ে স্বামী সন্তানের কথা স্মরণে আসে তবে শিববাবার কথা স্মরণে আসবেনা কেন ! এই তো তোমাদেরই কাজ। বাবা বুদ্ধির সিঁড়ি প্রদান করেন সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠবে কিনা , সেইটা তোমাদের কাজ। যত স্মরণ করবে ততই সিঁড়ি বেয়ে উঠবে। তা নাহলে এত সুখের প্রাপ্তিও হবেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি অর্থাৎ ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় মিলিত হওয়া বাচ্চাদের নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্যে ভালো রকম পুরুষার্থ করতে হবে। শূদ্র বর্ণের সংস্কারকে পরিবর্তন করে পাকা ব্রাহ্মণ হতে হবে।

২) বুদ্ধিবলের দ্বারা স্মরনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই অপার সুখের অনুভূতি হবে।

বরদান :- প্রতিটি আত্মাকে সেকেন্ডে মুক্তি জীবন মুক্তির অধিকার প্রদানকারী মাস্টার সদগুরু ভব ।

ব্যাখা: এখনও মাস্টার দাতা বা মাস্টার শিক্ষক রূপে পার্ট প্লে করছ। কিন্তু এখন সদগুরুর সন্তান রূপে গতি সদগতির বরদাতা রূপে পার্ট প্লে করতে হবে। মাস্টার সদগুরু অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফলো করে যে। তারা সদগুরুর বচন অনুযায়ী সদা সম্পূর্ণ রীতি মেনে চলে। এমন মাস্টার সদগুরু স্বরূপ ধারী-ই সেকেন্ডে দৃষ্টির দ্বারা নিহাল করতে পারে অর্থাৎ মুক্তি জীবন মুক্তির অধিকার প্রদান করার সেবা করতে পারে।

স্লোগান - আজ্ঞাকারী হও তাহলেই বাপদাদার হৃদয়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে থাকবে।